# বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

## বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মোটর সাইকেল ঋণ/অগ্রিম বিনিয়োগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'-এর 'মোটর সাইকেল ঋণ/অগ্রিম নীতিমালা' হিসাবে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞা:

ক) বোর্ড বলতে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'-কে বুঝাবে।

খ) 'কর্মকর্তা-কর্মচারী' বলতে বিআরডিবি'র 'চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৮ (পরবর্তী সংশোধনীসহ)' অনুযায়ী বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত সকল নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাবে।

গ) বেতন: এ নীতিমালায় 'বেতন' বলতে 'মূল বেতন, বিশেষ বেতন, কারিগরী বেতন (যদি থাকে) এবং ব্যক্তিগত বেতন (যদি থাকে)'-কে বুঝাবে।

ঘ) 'অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত (authorised) কোন কর্মকর্তা যিনি বিআরডিবি'র পক্ষে এ ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুর করবেন।

ঙ) 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা' বলতে বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধান/শাখা প্রধান/জেলা প্রধানকে (যখন যা প্রযোজ্য) বুঝাবে, যার অধীনে আবেদনকারী চাকরিরত থাকবেন।

৩। প্রয়োগ:

ক) এ নীতিমালার শর্তসমূহ বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত সকল নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রযোজ্য হবে যারা বিআরডিবি'তে ন্যূনতম ৫ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকরিরত আছেন।

খ) উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাগণকে এ ঋণ/অগ্রিম প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

গ) মাসিক কিস্তি কর্তনের পর ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রাপ্ত নীট (Net) বেতন অবশ্যই প্রাপ্য মোট বেতনের (Gross) কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে।

চলমান পাতা/২

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

৪। **মোটর সাইকেল ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধানঃ**

বিআরডিবি'র কোন কর্মকর্তা–কর্মচারীকে শুধুমাত্র নিজ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫০(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকা ঋণ/অগ্রিম প্রদান করা হবে যা নিম্নোক্ত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Regulated) হবে:–

ক) উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাগণকে এ ঋণ/অগ্রিম প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যাঁরা দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য মোটর সাইকেল ক্রয় করতে আগ্রহী।

খ) মোটর সাইকেল ক্রয় খাতে সমস্ত চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ দুইবার ঋণ/অগ্রিম প্রদান করা হবে। তবে প্রথমবার ঋণ/অগ্রিম গ্রহণের কমপক্ষে ১০ (দশ) বছর পর দ্বিতীয়বার এ খাতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

গ) দ্বিতীয়বার ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে মোটর সাইকেল ক্রয় খাতে গৃহীত ঋণের সুদসহ অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে কর্তন/সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করা হবে। কোন কর্মকর্তা–কর্মচারী পিআরএল গমনের পূর্বে চাকরির মেয়াদ ৫ বছর অবশিষ্ট থাকলে (উদাহরণস্বরূপ: ৫৯ বছর চাকরির বয়সসীমার ক্ষেত্রে ৫৪ বছর পর্যন্ত; ৬০ বছর চাকরির বয়সসীমার ক্ষেত্রে ৫৫ বছর ইত্যাদি) একই খাতে পূর্বের ঋণ/অগ্রিম পরিশোধ সাপেক্ষে দ্বিতীয়বার ঋণ/অগ্রিম প্রদান বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমবার যিনি আবেদন করবেন তার আবেদন বিবেচনার পরই দ্বিতীয়বার আবেদনকারীদের ঋণ/অগ্রিম প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য হবে। তবে চাকরির শেষ সীমার যে সকল কর্মকর্তা–কর্মচারী পৌঁছেছেন দ্বিতীয়বার তাঁদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঘ) যে সকল কর্মকর্তা–কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ পিআরএল গমনের পূর্বে কমপক্ষে ৫ বছর অবশিষ্ট নেই তাদের মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে না।

ঙ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হবে স্ব স্ব অর্থ বছরের আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ দিন হিসেব করে।

চ) ঋণ/অগ্রিম গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে মোটর সাইকেল ক্রয়ের যাবতীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারীকে সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

ছ) মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর অবশ্যই তার বীমাকরণ সম্পন্ন করতে হবে। মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর সেটির কোনরকম দুর্ঘটনা, চুরি বা ক্ষতিসাধন হলে তার দায়–দায়িত্ব ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারীকে এককভাবে বহন করতে হবে।

জ) সমুদয় অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মোটর সাইকেলটি বিআরডিবি'র নিকট দায়বদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

ঝ) ঋণ/অগ্রিম উত্তোলনের পূর্বে ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারীকে বিআরডিবি কর্তৃক নির্ধারিত জামিননামা (Security Bond) সম্পাদন করে দাখিল করতে হবে।

ঞ) মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারীকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ক্যাশ মেমো, রেজিস্ট্রেশন ও বীমা (Insurance) সংক্রান্ত কাগজপত্র সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা/৩

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ট) মোটর সাইকেল ক্রয় খাতে গৃহীত ঋণ/অগ্রিম সমন্বয় হবার পূর্বে মোটর সাইকেলটি অন্য কারো নিকট বিক্রি করা হলে অসমন্বিত টাকার সম্পূর্ণ অংশ ঋণ/অগ্রিম গ্রহণকারী বিআরডিবি'কে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

ঠ) ঋণ/অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী মাস হতে ঋণ/অগ্রিমের কিস্তি কর্তন শুরু হবে। শর্ত থাকে যে, সমস্ত অর্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পিআরএল গমনের পূর্বে আদায়যোগ্য। তবে, অনিবার্য কোন কারণে চাকরিকালীন সমস্ত অর্থ আদায় সম্ভব না হলে পিআরএল চলাকালীন বিভিন্ন পাওনাদি হতে (বেতন-ভাতাদি, ছুটি নগদায়ন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি) অবশ্যই কর্তনপূর্বক সমন্বয় করা হবে।

ড) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বীয় ইচ্ছায় ঋণ/অগ্রিম আদায়ের নির্ধারিত হারের চেয়েও অধিক হারে অগ্রিম কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে।

ঢ) মাসিক বেতন হতে আদায়যোগ্য অর্থ পূর্ণ অংকের টাকায় নির্ধারণ করা হবে, তবে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তা শেষ কিস্তির সাথে আদায় করা হবে।

ণ) বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন কিস্তির টাকা নগদ অর্থে আদায় করা হবে। যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এরূপ কিস্তির টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন বকেয়া কিস্তির টাকা ছুটির পরে প্রথম প্রদানযোগ্য (First Disbursement) ভাতা/পাওনাদি হতে এককালীন আদায় করা হবে।

ত) ঋণ/অগ্রিম সমান ৬০(ষাট)টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হবে বিধায় বিভাগীয় স্বার্থে উহার উপর কোন প্রকার সুদ চার্জ করা হবে না।

থ) ঋণ/অগ্রিমের অংক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যু অথবা চাকরি ত্যাগজনিত কারণে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি হতে বিআরডিবি'কে রক্ষা করার জন্য ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতার নমিনি/উত্তরাধিকারী(গণ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবেন।

(দ) প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে ঋণের নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মধ্যেমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারির চাকুরী স্থায়ীকরণের প্রমানকসহ প্রস্তাবিত ঋণের সমর্থনে নির্ধারিত বাছাই কমিটি ও কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

৫। বিবিধ বিধি-বিধান

(১) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত 'ছক' এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের দপ্তরের মাধ্যমে আদায়কৃত ঋণের হিসাব পৃথক ডিডি/পে-অর্ডার/অন-লাইন হিসাবের মাধ্যমে যথাযথ হিসাব নম্বরে প্রেরণ করতে হবে।

(২) ঋণের আবেদনের সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নমিনী/উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সনদ দাখিল করতে হবে।

(৩) বিআরডিবি'র **'অর্থ ও হিসাব'** বিভাগের অধিনে একটি শাখার মাধ্যমে (অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায়) আলোচ্য ঋণ বিতরণ ও যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া যত শীঘ্র সম্ভব এ সংক্রান্ত সফ্টওয়ার প্রস্তুত করে এটিকে অন-লাইন এর আওতায় আনতে হবে ।

চলমান পাতা/৪

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

(৪) যথাযথ প্রক্রিয়ায় এ নীতিমালার যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাতিল করা যাবে।

(৫) এই নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নির্ধারিত যাচাই-বাছাই কমিটি ও মহাপরিচালক, বিআরডিবি সমন্বয়ে প্রদেয় ব্যাখ্যা যথাযথ বলে গণ্য হবে।

৬। ঘোষনাঃ

এ নীতিমালার শর্তসমূহ বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায়, কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণের প্রক্রিয়াকরণ, মঞ্জুরী ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়ে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী মোটর সাইকেল ঋণ/অগ্রিম নীতিমালা-২০১৬" এ বর্ণিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। এ নীতিমালা ০১/০৭/২০১৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৭। সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য এ পরিপত্র জারী করা হলো।

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫